দৈনিক ইত্তেফাক
SEP 23 2002

এনজিওকে বিনা টেন্ডারে অবৈধভাবে প্রাইমারী স্কুলের বই ছাপার অনুমতি ঃ মন্ত্রণালয়ে তোলপাড়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিনা টেন্ডারে এবং অর্ধেক রয়েলটিতে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে একটি এনজিওকে প্রাইমারী স্কুলের বই ছাপার কাজ দেয়ায় গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। সারাদেশে প্রাইমারী স্কুলের বই ছাপার কাজে নিয়োজিত জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী আ. ন ম এহসানুল হক মিলনের অজ্ঞাতেই ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মীয় শিক্ষা ও ইংরেজী বই এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সকল বই মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয় থেকেই ব্র্যাককে অনুমতি দেয়া হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বিদেশে থাকার সময়ে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ব্র্যাককে অনুমতি দেয়ার পর ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও তীব্র বিতর্কের সূচনা হয়।

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

এনজিওকে বিনা টেন্ডারে বই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব কেউ নিতে চাইছে না এবং একে অন্যকে দোষারোপ করছে। এ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ব্র্যাক বই ছাপার কোন তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান না হলেও এবং এনসিটিবির কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ না করলেও গত মাসে অতিসঙ্গোপনে এই এনজিওটিকে প্রাইমারী স্কুলের প্রায় ৭ কোটি টাকার বই ছাপার দায়িত্ব দেয়া হয় মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশবলে। এর ফলে সরকারের প্রায় অর্ধ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। টেন্ডারের মাধ্যমে বিভিন্ন তালিকাভুক্ত প্রেসকে যেখানে ১৫% রয়েলটিতে প্রাথমিকের বই ছাপার দায়িত্ব দেয়া হয় সেখানে ব্র্যাককে বিনা টেন্ডারে সকল নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে মাত্র সাড়ে ৭ ভাগ রয়েলটিতে বিনা শর্তেই বই চাপার কাজ দেয়া হয়।

উপরন্তু কোন নিরাপত্তা কাগজেও এই বই ছাপার দায়িত্ব না দেয়ার মাধ্যমে এনজিওটিকে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়েও অনেক বেশী বই ছেপে কালোবাজারে বিক্রির সুযোগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এনসিটিবিও কিছুই জানে না। তাদেরকে কেবল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের কপি দেয়া হয়েছে।